শিরীষ গাছের তিরিশ টাকা দাম

প্রকাশক : দেবকুমার বসু, ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : হরিপদ পাত্র, সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিঃ-৬

প্রথম প্রকাশ : ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : অমরেশ বিশ্বাস

গণশিল্পী অজিত পাণ্ডেকে

শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরে টিলা অরণ্য ঝর্ণা ও আদিম মানুষের মাঝখানে বসে গিয়ে কবিতা লিখছেন নন্দদুলাল আচার্য। শুদ্ধ, পরিশীলিত আবেগকে তিনি শব্দে বাঁধেন, গীতিময়তা সপ্রাণ হয়ে ওঠে তাঁর অনুভবের প্রকাশে। বেপরোয়া ভাঙচুর নয়, নিভৃত অথচ অনুপম নির্মিতিই তাঁর অন্বিষ্ট। তাঁর কবিতার লক্ষ্য শুধু প্রতিমা গড়া নয়, প্রতিমার চোখ আঁকা। মানুষ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাঁর ঠোঁট ও কলম যদি কোনোদিন বেঁকে না যায়, তবে তাঁর একাগ্রতা সিদ্ধি পাবে-ই। বিশ্বাস করতে চাই, সেদিন বেশি দূরে নয়।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

শিরীষ গাছের তিরিশ টাকা দাম

সূচীপত্র

হে আমার অনাবিল নিশ্চিন্দিপুরের মাঠ

হে আমার অনাবিল নিশ্চিন্দিপুরের মাঠ
মুগ্ধমতি বালকের নদী
বয়সপারানী তোরা কতদূরে হেঁটে গিয়েছিস
মহাশংখে উত্তর মেরুর শীত ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়
বৈতরণী শব্দ তোলে ত্রিকাল প্রহরে
এ সময় তোর কেন আনাগোনা বেত্রবতী
বুক জুড়ে হারানো শৈশব
চৈত্র কি সঙ্গেই ফেরে আমের বাগান
উলুখড় যেন কার নরম চরণ ছুঁতে চায়
সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে খেলাঘর খেলা করে
নিবিড় বালিকা
মায়ের আঁচল কেন ডাক দেয়
বুকের ভেতর ?

যখন আমার সারা গায়ে

যখন আমার সারা গায়ে হারিয়ে যাবার দুঃখু ঝরে,
বনতুলসী গন্ধ মেখে কি করে তুই মুঠোয় এলি ?

এখন আমি বাড়ী ফিরছি 'আজল কাজল' রাত্রিবেলা
স্মৃতি থেকে জোছনা হয়ে কি করে তুই জেগে উঠলি ?

কেয়াপাতার নৌকোখানি কোন অনন্তে ভাসিয়েছিলাম—
বুকের ভেতর ফেরার শব্দ খুঁদে নদী হে দামোদর।

হেঁসেল ঘরে মা কি আমার হেরিকেনের কম্প্র আলোয়,
ভাত সাজিয়ে বসে আছেন বাছা কখন ফিরবে বলে ?

এখন আমি বাড়ী ফিরছি 'আজল কাজল' রাত্রিবেলা
স্মৃতি থেকে জোছনা হয়ে কি করে তুই জেগে উঠলি ?

আমাকে রবে না মনে

এই মেয়ে
এমন উদল গায়ে কোথা যাস্
কোন্ দিকে নদী
চোখের মণিতে তোর মাতাল অরণ্য জেগে আছে
খোঁপায় পলাশ
অন্যমনে হেঁটে যাস্
মহুয়ার বনপথ বেয়ে
তুই মেয়ে—
নাকি কোনো চলমান নদী ?
ধর্ যদি
আমার স্নানের ইচ্ছা জাগে
ইচ্ছে জাগে তোর ঐ ফুলমতী নদীর কিনারে
চিল হয়ে জল ছুঁতে
জলের গভীর থেকে মাছ
সে দিন মচ্ছোব গেল
গোল হয়ে—মরি তোর নাচ
দেখেছি মেঝেনকন্যা, অনন্য ভুবনে
আমি যদি চলে যাই
আমাকে রবে না তোর মনে ?

জল

জলই লাবণ্য দেয়।
জলই শরীরে গড়ে অলৌকিক
রমণীয় কারু
জলের নিখুঁত শিল্পে ছুটে আসে
ভুবনের প্রেমিক সাঁতারু।

অতঃপর সময়ের কষ বেয়ে
জল ঝরে গেলে
যত প্রিয় সুখ ঝরে যায়
উড়ে যায় বুকের প্রশাখা থেকে
প্রিয় শুক সারী
শুধু :
মুখের আদলে জমে বিষণ্ণতা,—ধু ধু
বালিয়াড়ি।

কেন ডাকো

দু হাত বাড়িয়ে ও কে আলিঙ্গন চায়
যার বুক ছেয়ে গেছে বর্শামুখী মন্দিরা কাঁটায়
আঙুলে উলঙ্গ লোভ। তার থেকে দূরে যাবো গ্রামে
জঙ্গল নগর তবু কেন ডাকো এই মধ্য যামে।

কোথায় যে যাও

কোথায় যে যাও বাবলা কাঁটার ঝোপ পেরিয়ে
খাঁ খাঁ দুপুর প্রেতের মতন গাছ-গাছালি
হলুদ লতায় জড়িয়ে থাকা পুরুলিয়ার
কোন্ গাঁয়ে হে, সুনুড়ি না আসন বুনি ?

কেন যে যাও গা ছম্ ছম্ অন্ধকারে
জীর্ণ ঝুরা ঐ মেয়েটির ঘরের কাছে
মুথার মাথায় কান্না হয়ে জড়িয়ে আছে
খরায় মরা হতভাগীর দুধের বাছা।

যেও না হে, ফেরার পথে সঙ্গী হবে
নগর রাতের অ্যাসফল্টে দাঁড়াতে চায়
ঐ মেয়েটি ; গ্রামের ছাতায় লোক আঁটে না
খরার রৌদ্র ক্ষুধার দাহে মানুষ মরে।

আমি খাই কালের ছোবল

সাপ না রে বিষ না, হায়
দণ্ডী মারে ঘা
ডানযোগিনী অন্ধকারে
দিস না খালে পা

অলিতে গলিতে জাগেন
কাল নাগের ছা
রাতবেরাতে কুথাকে যাস
হরিমতীর মা ?

ছুঃ, কালী মন্তর বালী
রাজা খায় লং সুপারী
আমি খাই কালের ছোবল
বাছা খাবি কি ?

বাছার হাতে কাস্তে
বাছা চায় বাঁচতে
ছুঃ মন্তর বেনের পো
মন্তর ফুঁকো আস্তে

শিরীষ গাছের

"গাছ লিবি হে গাছ
লাইন পারের খুপরী ঘরে
ষুয়ান ছুঁড়ির লাচ"
—ফেরিওয়ালী একটি বুড়ি
চড়িয়ে স্বরগ্রাম,
হেঁকে যাচ্ছে
"শিরীষ গাছের তিরিশ টাকা দাম।"

তুমিও যেমন

তুমিও যেমন পলাশ চাইলে
ফাগুনের সখী যিনি
বল তো তানিয়া কোন্ প্লাটিনামে
কিংশুক ফুল কিনি ?

তার চেয়ে যদি চাও কিছু অঘ্রাণে
গাঁদা দিতে পারি খোঁপায় তোমার
নিভৃত তরুণ বনে।

মেঘের বাগানে

মেঘের বাগানে কখন যে মৃগশিরা
স্তব্ধ নিশীথে এসেছিলো একা একা
জানি না কি করে খোঁজ পেয়ে কৃত্তিকা
ভ্রূকুটি শাসনে তার
খান্ খান্ করে ভেঙ্গে দিয়েছিলো
সতীনের অভিসার⋯।

নাদিল্ পোকার মতো

নাদিলু পোকার মতো কি যেন মস্তিষ্কময়
ঘোরাঘুরি করে
আমার ভেতরে কোন সনাতন শিশু
বলেছিলো,—"চল,"
কোথায় সে যেতে বলেছিলো
একটি মুখের ডৌল
প্রায়শই মুচড়ে দেয় বুকের ভেতর। কেন ?
কেন বারান্দা চৌকাঠ জানলা থরোথর
কাঁপে কারো কণ্ঠের গীটারে
প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন সে ছেলেটি
গেলো না বাগানে
প্রতীক্ষায় বালিকাটি এখনো কি
প্রদীপ সাজায় ?
"যে যায় সে যায়",—তবু
বিগত জন্মের স্মৃতি কেন আসে ফিরে
নাদিলু পোকার মতো এই সব······এই সব···
বিজন প্রহরে··

ডান-যোগিনী অন্ধকার
মাঝ রাত্তির তে
বাগুইহাটির মোড়ে একা
দাঁড়িয়ে আছো কে ?

নেই বেনের ঝি রে আমি
নেই বেনের ঝি
পণ্য হাতে ফিরি করতে
দাঁড়িয়ে রয়েছি।
বাপ গিয়েছে বৈতরণী
মা মরেছে জ্বরে,
রাতকুটুমে সোনা কেনে
তিনকড়ির দরে।
তিনকড়ির দাহে হায়
আঙার হল গা,
গুণবতী ভাই আমার
মুখ দেখিস না।

তবু যায়

সে কেন গ্রামের পথে যেতে গেল,—যায়
আকর্ষীর মতো কিছু ক্রমশ রক্তকে টানে
উদোম রাস্তায়
সে কেন অরণ্য নদী তাবৎ শস্যের ক্ষেত
চিনে নিতে চায়
জানি না কেন সে যায়
কৃষাণের মজুরের ঘর
খরার বৎসর
কি রকম দুঃখে কাটে শামুক ও শুশুনি পাতায়
তার কি কেঁদেছে দায়
এইসব জেনে নিতে ইত্যাদি খবর
আর্তস্বর—
শুনে তবু এইসব বালকেরা যায়
আকর্ষীর মতো কিছু ক্রমশ রক্তকে টানে
উদোম রাস্তায়… ।

বুকের ভেতর

বুকের ভেতর সাবেক কালের পুরোণো ঘর
পায়রা-ওড়া প্রাচীন দুপুর বুকের ভেতর
বুকের ভেতর একটি বালক নামতা পড়ে
আদুল গায়ে সাঁতার কাটে পানপুকুরে

ঢাউস ঘুড়ি লাটাই নূপুর রাণু নীতা
জল ডাঙানি ছাপান কড়ি খেলতে আসে
অথচ সেই হেরিকেনের কম্প্র আলোক
মায়ের আঁচল চাল ভেজা হাত কবেই নিলাম

কেউ কি আমায় ফিরিয়ে দেবে ভালোবেসে
আমের বউল ঢাকের বাদ্য গাজন পরব
বয়স নদী নক্সা কাঁথা হারমোনিয়াম
প্রাচীন ঘ্রাণের বসতবাটি, খেজুরপাতা

আমার বাসনা

এই বেশ ভালো মুখোমুখি বসে থাকা
জলরেখা কেন তোমার কপোল জুড়ে
হে বালিকা এই বিজন নদীর পাড়ে
আমার গোপন স্নায়ুকে কেন যে টানো

তুমি জানো এই নিশীথের কালো জলে
আমার বাসনা একটি সজল বুক
তুমি একে একে অঙ্গের বাস খুলে
সন্নত লাজে আঙুলে লুকাও মুখ

আমি কেঁপে উঠি হয়তো বা মরে যাবো
সংবৃত করো নয়নে মরণ মৃগ
হে বালিকা জানি অনুভাবে তোর বিষ
মীনকেতনের ফুলশর কেন হানো

তুমি জানো এই নিশীথের কালো জলে
আমার বাসনা একটি সজল বুক

স্থিতধী প্রজ্ঞায় শান্ত হে শিমুল

স্থিতধী প্রজ্ঞায় শান্ত হে শিমুল হে সুঠাম দ্রুম—
আমাকে প্রচ্ছায়া দিও দগ্ধ দিনে খর দীপ্র দাহে ;
তোমার নির্মোহ মূলে শুয়ে থেকে পত্রালী ছায়ায়
আমি আর মহাশ্বেতা কথা কব ঈশ্বরী বিলাসে
অন্তিকে চন্দনবন ঘ্রাণে তার যদি মারা যাই
আমাকে ডেকো না তুলে হে ঋজু শিমুল—
কেননা তুমি তো জানো ইতিমধ্যে আমি মরে গেছি
ইচ্ছার দোপাটিগুলি ঝরে গেলে দ্বিতীয় ইচ্ছায়।

আউলা-ঝাউলা বাতাসে

আউলা-ঝাউলা বাতাসে দুলালো গা
মেদুর স্মৃতির বুকে রেখে দুটি পা
ক্রমশ এগুতে ভূতুড়ে রাত্রি নামে
তুমি হেসে ওঠো কাক-জোছনার
দুরন্ত এ্যালবামে

দুপহরে আমানি দিলি
বিহান থিকে ভুখে
আমার হাড়ে দুব্বা গজায়
তুরা থাকিস সুখে

কাড়ার পারা গতর গেল
তুদের মুনিষ খাইটে
আমানি রাখু আমানি রাখু
গড় করি তুর পাইটে

ছুটা নুনার কিরা গুলুন
বুঝেছি তুর চাইল
আমার হাতেই টামুনা যুয়াল
আমার হাতেই হাল

জারিজুরি হুরুতে রাখ
আনু গো ভাতের থাল
ভুখা পেটে লয়কো গুলুন
বদুলি হইছে কালু ।

ভিক্টোরিয়ায় নীলাঞ্জনা

স্তন খুলে দিলে কোন্‌ পুরুষের হাতের মুঠোয়
ভিক্টোরিয়ায়, নীলাঞ্জনা ;
তোমার আকাশে কুলিশ উধাও ।
তোমার মুদুল ঘাসের গোপনে,
ধ্বস্ত স্নায়ু কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?
ক্ষুধিতা জননী অভিশাপ দাও ।

আহা বড় সুন্দর বললি বাপু,
উত্‌লার জলের লাই সুখ আমার
সারা শরীলে ব'ইতে লাইগ্‌লেক।
খেলাই চণ্ডীর কিরা বেবু,
দেবতা ত্‌ আমাদের তুরাই…লেতা।
বল্‌লি, "খাট্‌ খাট্‌ সবৈ ঠিক হ'ইয়ে যাবেক।"
বাস্‌কি ভাত কাণ্থা আড়া খাঁইয়ে
খাট্‌ছি ত বাপু বাহান্ন পুরুষ
লিয্যাস হৈছেও সব ঠিক ;
মারাং মারাং ওড়াক, দালান, গাড়ী, সেলেমা…
বাপু হে আমাদের জমি জিরাত, খারাই
কাদের নামে জরিপ হৈ'লো ?
আমাদের সেই খুপরি কে সেই……

বেবু, টেমু তু অনেক বিতাইল।
কোয়লা ডিপুতে মারাং গাড়ীর পেট ভরাইলমু
ডেড় কুড়ি বোচ্ছর
লিশায় চুর হঁয়ে পুরুষ বেটাছিলা গুলানের
বুক ছিঁদা···
উরা লিশা করে কেনে বেবু ?
কোয়লা খাদের গাড়ায় মরদ যাঁইয়ে
আর ঘরে ফিরল নাই।
কেনে ?
ছুটানুনার কিরা বেবু,
দেবুতো তু আমাদের তুরাই···লেতা
বললি,—"রাইতকে দিন বেনাব।"
লিষ্যাস হৈছেও সব ঠিক ;
টিরেন, ওড়াকল, বিজলীবাতি...
বাপু হে কাদের ল্যোগে ?
টেমু তু অনেক বিতাইল বেবু
কাদের লোগে ?
আমাদের ঘরে সেই কে সেই
তেলবেগর কুপি আর ঘুটঘুইটা আঁধার।

আহা, বড় সুঁদর বললি বাপু,
উতলার জলের লাই সুখ আমার
সারা শরীলে বঁইতে লাইগলেক।

যখনি তোমাকে নিয়ে ভাবি কোন
ছায়াঘেরা বাড়ি
তোমার রাতুল পায়ে নদী জেগে ওঠে
আমার স্বপ্নের যত নীল নুড়ি ভেঙে দিয়ে
খল খল হাসো
কি করে যে লোকে বলে তুমি ভালবাসো
এতো যে কঠিন
হবে নাকি দেখা কোনদিন
রূপমোহনার সেই নিরিবিলি বোটে ?

হাত রাখো

তোমাকে যে স্বপ্নাঞ্জলি দেবো কথা ছিল
নিবিড় এ অঙ্গীকার ভেঙ্গে দেয় দক্ষিণ সড়ক
তাই বুঝি সমতলে করতল ধৃত আমলকী
বিশল্যকরণী আনো, হাত রাখো ললাটে আমার

নিবিড় শ্যামাঙ্গী পাখী

নিবিড় শ্যামাঙ্গী পাখী রক্তের প্রশাখা থেকে
ডাক দেয়— "আয়—
নিশীথ গুহার থেকে তোকে নিয়ে উড়ে যাবো
ভোরের ঝর্ণায়……"

স্বাতী তুমি কার

পালকের মতো আহা নরম ফেরারী মেয়ে
স্বাতী তুমি কার ?
বারবার সঙ্ঘ থেকে চুরি করে হৃদয় আমার
জনহীন নদীটিকে শব্দ দান কর।
তোমার মরণ নেই তুমি মর
চোর ;
ঠোঁটের কিনারে তবু জেগে আছে অনুপম ভোর
যতই নশ্বর ভাবি যত ভাবি
স্বাতী তুমি কার ?
সত্তার গভীর থেকে ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনি
স্বাতী জেনো আনন্দ আমার।

নিবিড় হয়ে হাঁটলে

নিবিড় হয়ে হাটলে পথে প্রান্তে
ললাটে জোটে হারানো কিছু প্রাপ্তি
অথচ আমার এমন কোন বৈভব
হাজার খুঁজে আঙ্গুলে নামে ক্লান্তি

তবে কি আমি রাঙা হাটের কস্তুর
হারিয়ে আউল বাউলের স্বভাবে
নগর গ্রাম গঞ্জ করে তোলপাড়
মুঠিতে মেলে উদাস শিলাখণ্ড।

এভাবে কি মানে হয়

এভাবে কি মানে হয়
ত্রিতল টিলায় বসে থাকা
ঈথারে ঈথারে ভাসে ঝর্ণার গীটার
অনুপম মাটি ডাকে,—"আয়"
আর তুমি স্রোতহীন
পাথরের মতো বসে থাকো।

এভাবে কি মানে হয়
চুপচাপ বিজনে একাকী
টিলার চরণ ছুঁয়ে মানবিক স্রোত
নেমে এসো বহতা মিছিলে······।

লেনিন

এমনি করেই দিন চলে যায় দিন
রাতের পৃষ্ঠে রাত
কাঁধের পাশে ঝুলছে দুটো
মরচে পড়া হাত

এমন দিনে চণ্ডালিকা রাতে
শান্ দিতে আয় মরচে পড়া হাতে।

বিনষ্ট আয়নায়

নষ্ট পুকুর ডাকলে তাকে, আয়,
অনিচ্ছাতেও সিনানে যে যায়।
সে মেয়েটির জেনে গেছি নাম।
আমিনা, তুই ছাড়িস কেন গ্রাম ?

বাঁচতে গিয়ে মরণ ফাঁদে পা,
ফুল বেড়িয়ায় যাস্ নে আমিনা।
যাবার যা তা যায়।
ইচ্ছে করে কে দেখে মুখ,
বিনষ্ট আয়নায় ?

যত তোকে যেতে বলি

যত তোকে যেতে বলি যা
ততবার এসে যাস্ ঘরে
তোর মতো এমন বেহায়া
নজরে পড়েনি সংসারে

আমি তোর মুখ দেখব না
ঘর ভেঙে হেসেছিস ছুঁড়ি
ছিঃ ছিঃ তোর নাই কি শরম
বেরো তুই বেরো মুখপুড়ি।

সূর্যসংক্রান্তির ভোরে

(কাব্যনাট্য)

কুশীলব ঃ হীরেন, হৈমন্তী ও মনালী

[যেন কার্নিশ ঘেরা ছাত। মেঘলা আঁধার। নেপথ্যে বৃষ্টিপতনের মতো একঘেয়ে সুর। হীরেনের সারা মুখের আদলে ছড়িয়ে থাকে ক্লান্তির বিষণ্ণতা।]

হীরেন ঃ স্টুপিড বৃষ্টির মতো একঘেয়ে দিন
এখন বিজন ছাত ভয়াভয় বেলা
মনালীও কাছে নেই।
মনালী…মনালী…
কাছে এসো। তোমার শীতল হাত
আমার কপালে রাখো। কঠিন সময়
স্নায়ুর তাবৎ সুতো ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়
ক্রিম রং পোকা…

(ধীরপায়ে হৈমন্তীর প্রবেশ)

হৈমন্তী ঃ মনালী এখানে নেই। ডেকো না হীরন।
জলপাড় শাড়ী পরে সে গিয়েছে
ত্রিতল টিলায়
শুভব্রত তাকে নাকি আমন্ত্রণ করে গেছে
একুশে এপ্রিল।

হীরেন ঃ বারবার শুভব্রত কেন তাকে
ডেকে নিয়ে যায় ?
স্টেশনে রাস্তায় এতো গন্ডোগোল
ট্রামবাসে ভীড়,—তবুও কি করে আসে শুভব্রত
মনালীর কাছে ?

হৈমন্তী : প্রীতির ঈথারে চড়ে দুজনের যাতায়াত
আমিও বুঝি না। জ্যামিতিক মন নিয়ে
আমাদের এই মাপ প্রায়শই ভুল হয়ে যায়।
তুমি কেন বিষণ্ণ হীরেন ?
চণ্ডালিকার মতো কেন বৃক্ষ
সম্পাতিত করে ছায়া তোমার শরীরে ?

হীরেন : আমি কি নিজেই জানি কেন হিমঘর
সংক্রামিত করে তার নিজস্ব শীতল
আমি শুধু একা ছাতে :
একঘেয়ে বৃষ্টি পতনের মতো দিন
সঙ্গীহীন পড়ে থাকি—
বৃষ্টি। জ্বর। প্রলাপ। বিকার···

হৈমন্তী : জানি। শুধুই দু'হাত ভরে নেওয়ার অসুখে
তুমি ভোগো ; হীরেন দিলে না কেন ?
বুকের গৈরিক স্রোত কতদিন হ'ল
তুমি হারিয়ে ফেলেছো
মরাচরে মমির মতন কেন বেঁচে আছো ?
প্রপিতামহের ঋণ শোধ কর। তাকাও উদার···

হীরেন : আমি তো আকাশ নই। জীবনের ছিমছাম পরিধিতে
আমার ভূগোল। আমার সমস্ত পাখা
একে একে খসে পড়ে উর্ধ্বমুখী হ'লে।

হৈমন্তী : তাই এতো কষ্ট পাও, মৌলিক রক্তের স্রোতে
বিস্তৃত জীবন নেই বলে। স্বার্থগন্ধী মোমের বীজানু
সঞ্চারিত করে বিষ ডানায় তোমার
অসমর্থ হে পুরুষ
কি করে বা যাবে তুমি অর্ঘমানগরে ?

হীরেন : তাবৎ সরণী রুদ্ধ। অস্তিকে দেখি না কোন পথ।
অঞ্জলি মুদ্রায় আমি নতজানু
সম্মুখে তোমার
হৈমন্তী, আমাকে তুমি পথ দাও

হৈমন্তী : হীরেন, অক্ষম আমি, তার কাছে যাও
আবিশ্ব সেতুর মতো যার হাসি,…শুভব্রত।
একমাত্র তার ধ্যানে মগ্ন হলে
পথ খুঁজে পাবে।
তোমার কুণ্ঠিত ভালে মহাকাল এঁকে দেবে
সিন্ধির তিলক।

হীরেন : সিদ্ধি কি তার হাতের মুঠে শুভব্রত রেখেছেন ধরে ?
তার কাছে যাবো না,—যাবো না।
আমি এই একা ছাতে একঘেয়ে
বৃষ্টি পতনের মতো দিনে স্নাত হবো
ত্রপা কুমারীর মতো মনালী ভাসানে যায়
কার হাত ধরে। সী বীচ্, টিলায়, পার্কে
ফিসফাস…
তার উরু-শরীরের রমনীয় খাঁজে
শুভব্রত ঢেলে দেবে
আবেগের কবোষ্ণ তরল…

হৈমন্তী : ক্রোধে বড় অসহায় তুমি। বল্গাহীন
তাই ঠোঁট ; কার নষ্ট শব কাঁধে
ক্রমে তুমি নুব্জ হয়ে পড়ো ?
দ্যাখো,—পবিত্র শ্মশান শিবকল্প
পুরুষের মতো শুয়ে আছে।
যাও।
চিতার আদরে তুমি সমর্পিত করে শব
স্নাত হও আকাশ-গঙ্গায়।

(স্মিতহাস্যে মনালীর প্রবেশ)

মনালী : ঋদ্ধ চেতনায় শোনো আবিশ্ব সঙ্গীত।
অন্তঃপল্লী দক্ষিণ হাতের স্পর্শে স্নিগ্ধ হোক।
স্বপ্নের এরিণা থেকে খসে পড়া ভ্রূণ শিশু
জেগে ওঠে উল্লাস বরণে।
নির্বোধ মালীর মতো

প্রলীন বৃক্ষের মূলে কেন জল দাও ?
বিবিক্ত ছাতের থেকে নেমে এসো
যেখানে মানুষ……
(হীরেন আবিষ্টের মতো শোনে)

হীরেন ঃ মানুষের বিস্তৃত অঙ্গনে যাবো
মনালী এসেছো ?
দ্যাখো, দীর্ঘতম দিবস রজনী আমি
অপেক্ষায় শিলা হয়ে গেছি ।
আমি যাবো
স্নিগ্ধমতী শতভিষা নক্ষত্র আমার ।

মনালী ঃ তবে এসো, অনুব্রতী অঙ্গীকারে
করতলে রাখো দীপ্র হাত ।
(হীরেন মনালীর হাতে হাত রাখে)
আমরা এগিয়ে যাবো অজেয় মানুষ ।
অমোঘ সংশ্রয় দিতে শুভ্রব্রত রয়েছেন
রক্তের গভীরে । আনন্দের শিলাচর থেকে ডাকে
নবীন অর্ভক । সূর্যসংক্রান্তির ভোরে
চলো যাই তাদের কুটিরে । দ্যাখো,—
পায়ের পাতাল থেকে হেসে ওঠে
দ্রোণফুল টিউ কিশোরীরা…

[ওরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় । বহুকৌণিক হীরকের দীপ্তিতে হৈমন্তীর মুখখানি উজ্জ্বল হয় । বালার্কের শিশু আলো মঞ্চময় হামাগুড়ি দেয় । বুঝি ভোর হ'ল । বাতাসে ক্লারিও-নেটের অনুপম সুর ।]

●